স্বপ্ন-প্রয়াণ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

[illegible]! ঘুমন্তে জাগা!
সকলি বিচিত্র স্বপনের কাণ্ড! গোড়া নাই আগা!
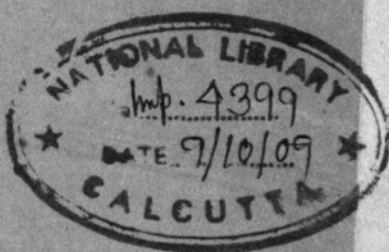
সংক্ষিপ্ত বচনের উচ্চারণ পদ্ধতি।

☞ নিম্ন লিখিতের স্থূলমর্ম্ম আয়ত্ত না করিলে গ্রন্থ অধ্যয়নের সময় অনেকের অনেক স্থানে ঠেকিবে।

মূল বচন	সংক্ষিপ্ত বচন	উচ্চারণ
বইস	ব'স *	বো[illegible]
বসিও	বস্যো	বো[illegible]
আইস	এ'স	এসো
আসিও	এস্যো	এসো
জানিও	জেন্যো	জেনো
করিও	কর্যো	কোরো
থাকিও	থেক্যো	থেকো
রাখিও	রেখ্যো	রেখো
দেখিও	দেখ্যো	দেখো
লইও	লয়্যো	লোয়ো
বলিও	বল্যো	বোলো

* লুপ্ত অক্ষরের স্থানে (') এইরূপ চিহ্ন প্রয়োগ করা হইয়াছে।

মূল বচন	সংক্ষিপ্ত বচন	উচ্চারণ
লইয়ে	লয়্যে	লোয়ে
ফিরিয়ে	ফির্যে	ফিরে
ভুলিয়ে	ভুল্যে	ভুলে
কহিয়ে	কয়্যে	কোয়ে
সহিয়ে	সয়্যে	সোয়ে
রহিয়ে	রয়্যে	রোয়ে
বহিয়ে	বয়্যে	বোয়ে
পাইলে	পে'লে	পেলে
আইলে	এ'লে	এলে

অশুদ্ধ শোধন।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক	শ্লোক-সংখ্যা
"স্বপ্ন এ ত নয় ?	"স্বপ্ন এ ত নয় ?"	৪	১২
দলি'-স্বর্ণ-রেণু	দলি' স্বর্ণ-রেণু	৬	১৯
ঠাই	ঠাঁই	২৭	৭৬
ঐ	ঐ	৩২	৯৭
উথলি' উঠে !	উথলি' উঠে !"	৫০	১৫৮
তমো-রাশি'	তমোরাশি	৫৫	১৬৬
চাঁদে পায় লাজ	চাঁদে পায় লাজ !"	৬৬	৩৫
স্রাতের	স্রোতের	৮৭	১১৪
ফিরা'বেন কলে	ফিরা'বেন কুলে	৯২	১৩৭
[illegible] আজি	"ক্ষম' আজি	৯৭	১৫৭
[illegible] বই	কবিত্ব-রস বই"	১০৮	৯
[illegible]ল	মন্ত্রী বলে	১১৮	৪৭
[illegible]	ঐ	ঐ	৪৮
[illegible]ষে	শোষে	১৩২	১২
[illegible]ক্লাময়ী	কৃপাময়ী	১৪১	৪৮
অদূর দাব সেনা	অদূরে দানব-সেনা	১৭৪	২৭
জ্ঞানের উপদেশ	জ্ঞানের উপদেশ"	২০৬	১৫৩
লইয়া চলিবে;	লইয়া চলিবে	২১৮	৭৮
প্রণমি'	প্রণমি	২৪৩	১৭৭

দুর্ব্বোধ অংশের তাৎপর্য্য।

অর্থ

... ...		...কার্য্য-দক্ষতা
সখী	সুরুচি ...	...কাব্য রসাস্বাদন-শক্তি, রসজ্ঞতা
	শরন্ময়ী...	...শারদীয় ভাব অর্থাৎ প্রসাদগুণ
	মাধবী ...	...বাসন্তী ভাব অর্থাৎ মাধুর্য্যগুণ
...রার সখী	সাত্ত্বিকা	...সত্ত্বগুণ
	রাজসী...	...রজোগুণ
	তামসী...	...তমোগুণ
...রীচিকা	মায়াবিনী	...কুবাসনা (কুবাসনা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্যরূপে প্রতীতি করাইয়া মনকে ভুলায়। মরীচিকা সেইরূপ স্থলকে জলরূপে প্রতীতি করাইয়া পথিককে বিপথে লইয়া যায়। এই মর্ম্মে কুবাসনাকে মরীচিকা উপাধি দেওয়া হইয়াছে।)

স্পর প্রতিদ্বন্দ্বি

তত্ত্ববিদ্‌গণ দ্ব

করিয়া

শ্রেয়ঃ পথের বিঘ্ন ...

- ছাগ
- বাঘ ...
- কুক্কুর ...
- অজগর ... ...
- মহিষ ... ...
- সর্প ... ... ম

স্বপ্ন-প্রয়াণ।

প্রথম সর্গ।

মনোরাজ্য-প্রয়াণ।

সুপ্তিতে ডুবিয়া-গেল জাগরণ,
সাগর-সীমায় যথা অস্ত-যায় জ্বলন্ত-তপন।
স্বপন-রমণী
আইল অমনি,
নিঃশব্দে যেমন সন্ধ্যা করে পদার্পণ॥ ১॥

সুকোমল চরণ-কমল দুটি
ছোঁয় কি না-ছোঁয় মাটি, আঁচল ধরায় পড়ে লুটি';
করে পদ্ম-ফুল
করে ঢুল-ঢুল,
অলসিত আঁখি-সম আধো-আধো ফুটি'॥ ২॥

কবির শিয়রে গিয়া, ধীরে ধীরে,
বুলাইল শতদল মুখে চক্ষে নাসিকায় শিরে।
পরশের বশে
মোহ বন্ধ খসে,
অচেতন কবির চেতন আসে ফিরে। ॥ ৩ ॥

অচেতনে চেতন! ঘুমন্তে জাগা!
সকলি বিচিত্র স্বপনের কাণ্ড! গোড়া নাই আগা!
স্বপ্নের কৃপায়
অন্ধে আঁখি পায়,
ঐশ্বর্য্যে ফাঁপিয়া-উঠে দরিদ্র অভাগা। ॥ ৪ ॥

ছায়া-রূপা রমণী সুযোগ ভাবি'
কবির মনো-মন্দিরে খুলি'-দিল রহস্যের চাবি।
দেখিতে-দেখিতে
অমনি চকিতে
এ'ল ছায়া-পথ দিয়া রথ এক নাবি'। ॥ ৫ ॥

মনোরথ নাম তার, কামচারী;
আরোহিল তাহে কবি, স্বপনের হয়ে আজ্ঞাকারী।
অমনি বিমান
করে গাত্রোত্থান,
চালায় সারথি হয়ে কল্পনা-কুমারী। ॥ ৬ ॥

দেখিতে না-দিয়া কোথা কোন্ স্থান,
নিমেষে ধরার ধরা এড়াইয়া, চলিল বিমান।
গিরিবর তায়
ভূতলে মিশায়,
সমুদ্র হইয়া ক্ষুদ্র লভিল নির্ব্বাণ ॥ ৭ ॥

কবিবর নাহি জানে কোথা রয় ;
ক্ষণে ভয়, ক্ষণেকে সাহস হয়, ক্ষণেকে বিস্ময়।
কিছু কাল পরে,
আকুল অন্তরে,
সারথিরে উদ্দেশিয়া সম্বোধিয়া কয় ॥ ৮ ॥

"কোথায় গো সারথি! তোমারে ধন্য!
নাহি দিক্ বিদিক্! অগম শূন্য! হেতায় কি জন্য!
মুখে নাই কথা,
এ কেমন প্রথা!
চাও গো আমার পানে হইয়া প্রসন্ন॥" ৯ ॥

কিবা রাস-গুচ্ছ বাগাইয়া ধরি',
মুখ ফিরাইল কলপনা-বালা মৃদু হাস্য করি'!
কবিবর তায়
কি যে ধন পায়,
এক দৃষ্টে চাহি'-রয় সকল পাশরি' ॥ ১০ ॥

কেবা আর কাহারে করে জিজ্ঞাসা!
স্তব্ধ-পুলকিত-ছবি কবিবর, মুখে নাই ভাষা!
কথা যাহা কিছু
পড়ি'-রহে পিছু,
হেরিতে বদন-বিধু নয়ন-পিপাসা॥ ১১॥

কোথা গেল কবির বাক্য-বিভব!
আনন্দের হিল্লোলে ভাসিয়া-গেল মুহূর্ত্তে সে সব!
জাগি'-উঠে ভয়
"স্বপ্ন এ ত নয়?"
কবি কহে "স্বপ্ন নহে, এ দেখি বাস্তব!॥ ১২॥

সেই দেখি বদন, সুধার খনি!
সেই আঁখি, জীবিতের মরণ, মৃতের সঞ্জীবনী!
ফেলিয়া আমায়
আছিলে কোথায়!
কাঁদিয়াছি তোমা-লাগি দিবস-রজনী॥ ১৩॥

কত কাল পরে আজি ভাগ্যোদয়!
পূর্ব্বে সে যখন তুমি দেখা-দিতে, সে এক সময়!
জাগিছে সে সব,
যেন অভিনব!
যতনের বস্তু সে যে, বচনের নয়!॥ ১৪॥

বেড়া'তাম কত হাসিতে-খুসিতে!
বারেক না মনে হ'ত, পরিচয় তব জিজ্ঞাসিতে!
শুধু জানিতাম
কলপনা নাম,
নব নব সাজি' সাজ, ছলিতে আসিতে! ॥ ১৫ ॥

এখন আবার, একি চমৎকার!
রথ লয়্যে আসিয়াছ, সারথির ধরিয়া আকার!
অশ্ব, তেজে ভরা,
মৃদু হস্তে মরা,
চারুতার কাছে আর দর্প খাটে কার! ॥ ১৬ ॥

যাইতেছ কোথায়, বল ত শুনি।"
"মনোরাজ্যে যাইতেছি" হাস্য-মুখে কহিল তরুণী।
শুনি' মনোরাজ্য
হয়্যে অনিবার্য্য,
"লয়্যে চল লয়্যে চল" বলি'-উঠে গুণী ॥ ১৭ ॥

"তোমা-সঙ্গে তথায় না যা'ব যদি,
কেন তবে এতেক সাধ্য-সাধনা শৈশব-অবধি!
অই মম জপ,
অই মম তপ,
অই দিকে ধায় সদা বাসনার নদী ॥ ১৮ ॥

মনোরাজ্য নামটি মধুতে ভরা!
ফুটে যথা পারিজাত, বিচরে গন্ধর্ব্ব-অপসরা!
দলি' স্বর্ণরেণু
চরে কামধেনু!
কল্পতরু সুচারু ছায়ায় ছায় ধরা! ॥ ১৯ ॥

মনোবাঞ্ছা পূরিবে তথায় গিয়া!
মিলিবে সে সুখ-নিধি, সদা চিন্তা যাহার লাগিয়া!
ধরাতল-রূপ
ছাড়ি' অন্ধকূপ,
এইবার বাঁচিব নিশ্বাস তেয়াগিয়া!" ॥ ২০ ॥

কবিবর বচন করিতে সাঙ্গ,
কল্পনা মধুর হাসি', হরি-লয়ো হরিণ-অপাঙ্গ,
শিথিল-আয়াসে
লোল-দিল রাসে;
তেজে গরবিয়া-উঠি' ধাইল তুরঙ্গ ॥ ২১ ॥

মনোরাজ্য ক্রমে হৈল সন্নিকট;
দূর-হৈতে মনে লয়, শোভে যেন চিত্র অকপট।
গিরি নদী বন,
হর্ম্ম্য সুশোভন,
স্তরে স্তরে শোভা-করে দিগন্তের পট ॥ ২২ ॥

সম্মুখে তোরণ-দ্বার শক্র-ধনু,
ভিতরে সরসী হাসে, চন্দ্র-ভাসে পুলকিত-তনু।
ঘন বনচ্ছায়
কজ্জলের প্রায়
তীরে যথা নীরে তথা, ভেদ নাহি অণু ॥ ২৩ ॥

থামিল তুরঙ্গ-রাজি ক্ষণ-পরে ;
"নাম' কবি এই ঠাঁই" কল্পনা কহিল মৃদুস্বরে।
নামিলে সে গুণী,
কল্পনা-তরুণী
নামিল, মরাল যেন কেলি-সরোবরে ॥ ২৪ ॥

"রম্য এ যে উপবন !"
কহে কবি তখন,
ফিরাইয়া নয়ন,
চৌদিক-পানে।
"পুষ্প-লতা মিলি-জুলি',
সমীরে হেলি-দুলি',
করিছে কোলাকুলি,
অভেদ প্রাণে ॥
পথ দিব্য দেখা-যায়
জ্যোৎস্নার কৃপায় ;
হেলিয়া, তরু, তায়
ছায়া বিছায়।

নিকুঞ্জে ডাকিছে পিক,
নিভৃত চারি দিক,
নয়ন অনিমিক,
ফিরান’ দায়॥” ২৫॥

দ্বিতীয় সর্গ।

নন্দনপুর-প্রয়াণ।

“আশ্চর্য্য এ দেশ!” কহে কবিবর
“কোথায় আনিলে তুমি আমায়! কি দিব্য সরোবর
শোভিছে অদূরে!
কোন্ সুরপুরে
এ’লাম না জানি, ধরি’ মর্ত্ত্য-কলেবর॥ ১॥

আহা! আহা! সুমন্দ মৃদু সমীর
ফুলের প্রাণের কথা আনিতেছে করিয়া বাহির!”
কহিল কল্পনা
চারু চন্দ্রাননা
“মনোরাজ্য দেখ এই নয়ন-রুচির॥ ২॥

বইস সরসী-তীরে এই ঠাঁই।
আমি গিয়া আতিথ্যের আয়োজন করিয়া পাঠাই।
সঙ্গী এক জন
আসিবে এখন,
বলিও-কহিও তারে যখন যা' চাই ॥ ৩ ॥

ধর' এই ফুল-মালা, নব-যাত্রি ;
মায়া-দেবী রাখুন তোমায় সুখে, বন-অধিষ্ঠাত্রী।"
বলিয়া অমনি
চলিল রমণী,
অন্ধকারে ডুবাইয়া পূরণিমা-রাত্রি ॥ ৪ ॥

"কোথা যাও সুন্দরি!" এতেক বলি'
তাকাইয়া থাকে কবি, কল্পনা যখন যায় চলি'।
মন্দ-মৃদু-গতি,
গেল সে যুবতী,
কবি ভাবে "শীঘ্র গেল যেমতি বিজলি ॥ ৫ ॥

হায়! হায়! কলপনা গেল চলি'!
কেন আর পিকবর কুহরে, গুঞ্জরে কেন অলি!
কেন আর মিছে
সমীর বহিছে!
কল্পনা যখন গেছে, গিয়াছে সকলি!" ॥ ৬ ॥

স্বপ্নাবেশে পাইয়া বিপুল ধন,
জাগে যথা দীন-দুঃখী মণি-হারা ফণীর মতন,
কবির সহসা
হ'ল সেই দশা ;
স্বর্গ-হ'তে রসাতলে দারুণ পতন ! ॥ ৭ ॥

হেন-কালে দেখা-দিল সখ্য-রস ;
করে কুসুমের গুচ্ছ, মুখে হাসি, নবীন বয়স।
না জানি, যুবক,
কি জানে কুহক,
করিল কবির মন মুহূর্ত্তেকে বশ ॥ ৮ ॥

সখ্য-রস যেমন আইল কাছে,
কবিবর উঠিয়া নিকটে গিয়া, সংসর্গ যাচে।
সখ্য মৃদু হাসি'
কুশল জিজ্ঞাসি',
ঢালিল মধুর বাণী সুললিত ছাঁচে ॥ ৯ ॥

"কবিত্ব যে, কি বিত্ত, জানি তা' আমি ;
যশের সৌরভ-বশে আসিয়াছি, কাব্য রস-কামী।
যেইরূপ অলি,
মধু-কুতূহলী,
কুসুমের সুগন্ধের হয় অনুগামী ॥" ১০ ॥

কবি কহে "তব আগমনে আজ
কবিত্ব-কাননে মোর দেখা-দিল নব ঋতুরাজ!
তব সু-পবনে
কাব্য-উপবনে
ফুটিয়া সুগন্ধি ফুল করিছে বিরাজ॥ ১১॥

কোন্ জাতি, কি নাম, কোথায় বাস,
এতেক কহিয়া মোরে পুরাও মনের অভিলাষ।
কোথা হ'তে আসা,
কোন্ ঠাঁই বাসা;
না শুনিলে বিবরণ নাহি মিটে আশ॥" ১২॥

হাস্য-মুখে কহে তবে সখ্য-রস,
"পথ-কষ্টে গিয়াছে তোমার আজি সমস্ত দিবস,—
উঠাইলে গল্পে,
ফুরা'বে না অল্পে,
দীনের কুটীরে হো'ক্ চরণ-পরশ॥" ১৩॥

কবি কহে "এই ঠাঁই আছি ভাল;
এমন চন্দ্রমা ফেলি' রুচিবে না প্রদীপের আলো!
এ বা কি চন্দ্রমা!
তা'র সে উপমা
কোথায় পাইব! হায়! কোথায় লুকা'ল!" ॥ ১৪॥

কথাভাসে মনের বারতা লভি'
সখ্য-রস বলিল "নিরখি কেন ম্লান-মুখ-ছবি ?
কি কষ্টের লাগি
নিশ্বাস তেয়াগি'
রহিলে অমন করি', বল'-দেখি কবি ?" ১৫ ॥

"পষ্ট কোন কষ্ট নাই" কহে কবি,
"যাতায়াতে অমন হইয়া-থাকে ম্লান মুখ-ছবি ;
সকলেরি হয়,
মোর শুধু নয় !"
এত বলি' নিশ্বাসিল শান্তি নাহি লভি' ॥ ১৬ ॥

ডাকে সখ্য "কোথায় গো দাস্য-রস ;"
ভৃত্য এক অমনি আইল তথা, না করি' আলস।
বস্ত্র বিছাইয়া,
দ্রব্য গুছাইয়া,
হস্ত দুই করি'-লয় স্বাধীন স্ববশ ॥ ১৭ ॥

ধোয়াইয়া কবির চরণ-তল,
সুবাসিত, সুরঞ্জিত, পরাইল বস্ত্র নিরমল।
তুলিয়া চম্পক,
রচিয়া স্তবক,
হস্তে দিল, ঘ্রাণে হ'ল পরাণ বিকল ॥ ১৮ ॥

ফল-মূল মিষ্টান্ন, সায়াহ্ন কালে,
নিবেদিল কবিবরে সাজাইয়া সুবর্ণের থালে।
পাতিল তখন
রাঙ্কব-আসন,
মরকত মণিময় ঘাটের চাতালে॥ ১৯॥

যেমন বসিল কবি সুখাসনে,
অমনি ঘুচিল ক্লম, পথ-শ্রম না রহিল মনে।
ইহা করি' লক্ষ,
সুখী হয়ো' সখ্য,
বিবরিয়া বলে সব পথিক-সুজনে॥ ২০॥

"সজ্জন-সেবায় আমি নিরলস,
গন্ধর্ব্ব, নিবাস বিলাস-পুর, নাম সখ্য রস
নন্দনের পতি
আনন্দ-ভূপতি,
তাঁরি আজ্ঞাকারী আমি রজনী-দিবস॥ ২১॥

মায়া-নামে আছেন বন-দেবতা,
রাণী তিনি আনন্দ-নরপতির, সতী পতিব্রতা।
কল্পনা-কুমারী
কন্যা হন তাঁ'রি;
পাইনু তাহারি কাছে তোমার বারতা॥ ২২॥

মনোরথে করে ধনী যাওয়া-আসা,
মায়া-বিদ্যা শিখিয়া মায়ের কাছে ; অই মোর বাসা
সরোবর-তটে,
বন-সন্নিকটে,
পদার্পণ কর' যদি পূর্ণ হয় আশা ॥ ২৩ ॥

জ্যেষ্ঠ-পুত্র ভূপের, প্রমোদ নাম,
বসেন বিলাস-পুর-সিংহাসনে, ছাড়ি' নিজ ধাম।
প্রমোদ-যুবক
মাতার সেবক,
কিন্তু জনকের প্রতি কিছু যেন বাম ॥ ২৪ ॥

মায়া তা'রে দিলেন বিলাস-পুর,
স্নেহের হইয়া বশ ; আমোদেই যুবা ভরপুর
সেই সে অবধি ;
সুখের জলধি
তলাইয়া দেখিবে পাতাল কতদূর ! ২৫ ॥

এই যে দেখিছ দিব্য সরোবর,
ও'র নাম মানস ; নন্দন-পুর যেমন সুন্দর,
তেমনি মানস
অমৃত-পরশ ;
নন্দন-বাসীরা তেঁই অজর অমর ॥ ২৬ ॥

ত্রিদিব হইতে নামি' মন্দাকিনী
মিলিয়াছে এ-দিকে ; ও-দিকে আর পাতাল-বাহিনী
ভোগবতী নদী ;
বলি সব যদি,
রাত্রি অবসান হ'বে, এত সে কাহিনী ॥ ২৭ ॥

তরঙ্গিনী-দোঁহার সঙ্গম-মুখে
ওই শোভে বিলাস-নগরী, হোতা যাওয়া-যায় সুখে।
অনিল-হিল্লোলে,
বৃক্ষটি না দোলে,
আরামে ঘুমায় যেন চাঁদের ময়ূখে॥" ২৮ ॥

কথা-বার্ত্তা চলিতেছে অবিরাম ;
হেনকালে আইল গন্ধর্ব্ব এক, সুদর্শন নাম ;
চড়ি' পুষ্পরথে,
এ'ল শূন্য-পথে ;
আনন্দ-রাজার দূত নেত্র-অভিরাম ॥ ২৯ ॥

নামিয়া অভিবাদিয়া সমাদরে,
বলিল সে "স্মরিয়াছে নরপতি কবি-গুণধরে ;"
সখ্য বলে "আমি
হই অনুগামী ;"
উড়িয়া চলিল রথ ক্ষণকাল পরে ॥ ৩০ ॥

এড়াইয়া সুরভি কানন-পথ,
নব-নব দৃশ্য-সব দেখাইয়া চলে পুষ্পরথ।
কভু গাছ-পালা,
বিহঙ্গম-শালা,
কভু নদী-সরোবর কভু পরবত ॥ ৩১ ॥

পথ করি' বিপিনের ছায়ে ছায়ে,
তটিনী চলিয়া-যায় হেলিয়া তটের গায়ে গায়ে।
দু-ধার শ্যামল,
ভিতর নির্ম্মল,
অন্তরে স্ফটিক-শোভা শ্যাম-শোভা কায়ে ॥ ৩২ ॥

দিব্য এক বনোদ্যান-পরিসর,
মধ্যে এক অট্টালিকা, সেই ঠাঁই গন্ধর্ব্ব-বর
থামাইয়া রথ,
দেখাইয়া পথ,
আগে আগে চলিল, বলিল তার পর ॥ ৩৩ ॥

"শুনিয়াছ অবশ্য অমরাবতী ;
রাজ-অট্টালিকা তার, দেখ এই, শত-দ্বারবতী।
মনো-দেবতার
যত অবতার,
নিরখ তাঁদের এই সাধের বসতি ॥ ৩৪ ॥"

সভা দেখি' অতুলন শোভাময়,
এগোইতে নারে কবি, থমকিয়া দাঁড়াইয়া-রয়।
বলে "মর্ত্ত্য-দেহে,
হেন দিব্য গেহে,
কেমনে পা বাড়াইব শঙ্কিছে হৃদয় ॥" ৩৫ ॥

সভায় পশিয়া কবি ধীরি-ধীরি,
দেখে দেব-মূর্ত্তি সব আছে বসি', সিংহাসন ঘিরি'।
নিরখে সম্মুখে,
প্রেমোজ্জ্বল-মুখে
বিরাজে আনন্দ যেন আনন্দ শরীরী ॥ ৩৬ ॥

নৃপতিরে অভিবাদে কবিবর,
অভিবাদে সমস্ত সভাস্থ-জনে, যা'রে যা'র পর।
বসিতে সহসা
না হয় ভরসা;
উঠিল আনন্দ-রাজ সদয়-অন্তর ॥ ৩৭ ॥

নামি'-আসি' আনন্দ জ্যোতির্ময়,
আলিঙ্গন করিলেন কবিবরে ঢালিয়া হৃদয়।
তখন কবির,
মন হ'ল স্থির,
ভাবে "অভাজন-প্রতি দেবতা সদয় ॥" ৩৮ ॥

সযতনে বসাইয়া কবিবরে
বলে ভূপ "শূন্য মোর পূর্ণ হ'ল এত-দিন পরে !
সেই তুমি কবি
ফিরিতে অটবী,
ঘরে না থাকিতে স্থির মুহূর্ত্তের তরে ॥ ৩৯ ॥

ধীর যুবা এবে দেখি মনোহর !"
কবি কহে "কিবা তরু কিবা নদী কিবা সরোবর,
যেই কোন ঠাঁই,
নয়ন ফিরাই,—
সকলি আমার যেন প্রাণের দোসর ॥ ৪০ ॥

দ্যুতিময় বিচিত্র এ নিকেতন !
প্রথমে পশিনু যবে, মনে হ'ল সকলি নূতন ;
দেখি' এবে স্নেহ
ঘুচিল সন্দেহ,
সবে যেন করিছে মোরে প্রিয় সম্ভাষণ ॥" ৪১ ॥

প্রমোদের ছোট' দুই সহোদরে
নিরখিল কবিবর ; হরষ-উল্লাস নাম ধরে
যমক সে-দুটি ;
আঁখি ফুট্‌ফুটি'
হাসিতে লাগিল হেরি' কবি-সুধাকরে ॥ ৪২ ॥

মৈত্রী বলে "অমন করিতে নাই ;"
হাসি' বলে অনুরাগ "সমান চঞ্চল দুই ভাই!"
বলিল বাৎসল্য
"বালক-চাপল্য
বালকে না যদি র'বে, র'বে কোন্ ঠাঁই?" ৪৩।

স্বাস্থ্য বলে "চাপল্যে সাফল্য আছে ;
বড় বৃক্ষে যেই ভার, সাজে কি তা' ক্ষুদ্র চারা-গাছে?
বালক-রুধির
হয় কভু ধীর?
অর্থ-হীন কার্য্য নাই প্রকৃতির কাছে ॥ ৪৪ ॥

দাক্ষ্য বলে "চাপল্য যেমন চাই,
শিক্ষা চাই তা'র সঙ্গে, দুই ভিন্ন একে শুভ নাই।"
বলিল কৌশল,
"দুয়ের মিশল
অসাধ্য হইয়া-উঠে, করিলে শক্তাই ॥ ৪৫ ॥

আগে দেশ-কাল-পাত্র-বিবেচনা,
তা'র পর শিক্ষা-দান ; এক বিন্দু দোষের সূচনা
নাহি পায় স্থান,
চাই সাবধান ;
দুগ্ধে নাহি পশে যেন অম্ল-রস-কণা।" ৪৬ ॥

বলিলেন ভূপতি বালক-দ্বয়ে,
"ঘরে যাও এখন ;" চলিল দোঁহে ভিতর-আলয়ে।
বাৎসল্যের প্রতি
চাহি' নরপতি,
বলিলেন "কি ভাবিলে প্রমোদ-বিষয়ে॥ ৪৭ ॥

সভাসদ সবে আজি উপস্থিত,
খুলি'-বল' নিজ-নিজ অভিপ্রায় বাছি' হিতাহিত।
যা' বলিবে তা'র
মন্থি' ল'ব সার,
বিবেচিয়া তা'র পর করিব বিহিত॥" ৪৮ ॥

বাৎসল্য বলিল তবে "নরপতি,
বিশেষ একটু বিবেচনা চাই প্রমোদের প্রতি।
বয়স যেরূপ,
তা'রি অনুরূপ
আচরণ হইয়াছে তাহার সম্প্রতি॥ ৪৮ ॥

যৌবনের বাতাস লাগিলে গায়,
মনো-অশ্ব উদ্দাম হইয়া উঠি' ঊর্দ্ধ-মুখে ধায়।
কে তখন তা'রে,
ফিরাইতে পারে ?
ঠেকিয়া, আপনি ফিরে, পথের বাধায়॥ ৫০ ॥

অপরাধী সে জন মানিনু আমি,
কিন্তু দূত পাঠাইল সে যখন অনুগ্রহ-কামী,
তখন কি তা'রে,
অকূল পাথারে
ফেলি' রাখা উচিত, নন্দনপুর-স্বামি ? ॥" ৫১ ॥

নিবেদিল কৌশল "বলেছ ঠিক ;
কিন্তু বিবেচনা চাই,—প্রিয় যা'র বিলাসের দিক্,
বিনা-প্রলোভনে
নন্দন-ভবনে
তিষ্ঠিয়া-থাকিতে নারে ক্ষণের অধিক ॥ ৫২ ॥

সংযম যাহার নাহিক সাধা,
শ্রেয়'-পথে ফিরিতে আপনি হয় আপনার বাধা।
ছাড়া পে'লে অশ্ব,
ছুটিবে অবশ্য ;
ভক্ষ্য দেখাইয়া এবে, তা'রে চাই বাঁধা ॥ ৫৩ ॥

যৌবরাজ্য প্রলোভন উপাদেয় ;
তা'ই তা'রে অনুমতি কর' ভূপ ; তনয়ে অদেয়
কি আছে পিতার ?
পে'লে রাজ্য-ভার,
অবশ্য বাছিতে হ'বে শ্রেয় আর হেয় ॥" ৫৪ ॥

মৈত্র বলে "যদিও বিলাস-পুর
চির-বসন্তের বাস, পাতাল নহেক বড় দূর
সে স্থান-হইতে ;
দানব-সহিতে
সতত সঙ্গ্রাম বাধে দারুণ নিষ্ঠুর ॥ ৫৫ ॥

দূত-মুখে প্রমোদ কহিছে এই,
'অন্বেষিয়া জানিলাম শত্রু মোর সকল দিকেই ;
যদি মোর প্রাণ
বাঁচাইতে চা'ন,
সহায় পাঠা'ন পিতা এই মুহূর্ত্তেই ॥' ৫৬ ॥

সহায়-প্রেরণে হো'ক্ অনুমতি
নহিলে যা' দেখিতেছি-শুনিতেছি ভাল নহে গতি।
শাসাইছে তা'রে,
দর্প-সহকারে,
ভয়ানক-রস নামে রসাতল-পতি ॥ ৫৭ ॥

বীর-রসে পাঠায়েছ, তাহা জানি ;
কিন্তু পাতালের দৈত্য শত-কোটি, বীর একা প্রাণী।
বিলাস-পুরের
সেনা আছে ঢের,
যুদ্ধে এগো'বে না কেহ—ইহা বেদ-বাণী ॥ ৫৮ ॥

বীর-রস, দুর্গ আগুলিছে বটে ;
সেই বীর, একা যে সহস্র বধে, কিছুতে না হঠে।
জানি বীর-রস
দুর্জয়-সাহস,
সাহসে কি ক'রে কিন্তু সংখ্যার নিকটে॥ ৫৯ ॥

হ'বে এই, দেখিতেছি, ভীরুগণ
পলায়ে বাঁচিবে সবে ; বীররস ত্যজিবে জীবন,
শত শত অরি
ধরা-শায়ী করি' ;
বীর-সৈন্য এক দল পাঠাও রাজন্॥" ৬০ ॥

অনুরাগ বলিল "বিলম্ব করা
ভাল না দেখায় আর ; শুভ কাজে সাজে ভাল ত্বরা।
অক্ষৌহিণী-দশ
লয়ে বীররস,
নাশুক্ দানব-দর্প, শান্ত হো'ক্ ধরা॥ ৬১ ॥

বীর-সঙ্গে সমরে পশিব আমি ;"
সভাস্থ সকলে বলে "মোরা-সবে হ'ব অনুগামী ;
কর' এইবার
প্রমোদে উদ্ধার ;
যুবা সে আপনি নয় আপনার স্বামী॥" ৬২ ॥

দাক্ষ্য বলে "যৌবরাজ্যে অভিষেক
কর' তা'রে ভূপতি, সময় যেন না পায় তিলেক
করিতে বিশ্রাম ;
চারি চারি যাম,
কর্ম্ম-গাছে করে যেন ঘর্ম্ম-জল সেক ॥" ৬৩ ॥

স্বাস্থ্য বলে "কাজের সময় কাজ,
বিশ্রামের সময় বিশ্রাম চাই ; একরূপ সাজ
সাজে না নিয়ত ;
আপনার মত
আপনিই চলিবেন, হ'লে যুবরাজ ॥" ৬৪ ॥

সমাপিলে মন্ত্রণা বলিল ভূপ
"শুনিলাম তোমাদের অভিপ্রায় যাহার যেরূপ।
সকলি সুযুক্তি,
সকলি সদুক্তি,
এতক্ষণ ছিনু তাই শ্রবণ-লোলুপ ॥ ৬৫ ॥

কর্ত্তব্য আমার এই মনে লয়,
সখ্য যাও তা'র কাছে, মুহূর্ত্তেক বিলম্ব না হয়।
গিয়া তুমি তথা,
বল' এই কথা,
'সহায় আসিছে তব, দূর কর' ভয় ॥ ৬৬ ॥

দৈত্য-গণে সঙ্গ্রামে করিয়া জয়,
বীরে দিয়া রাজ্য-ভার, ফিরি'-চল' নন্দন-আলয়।
নন্দন-নগরে
আনন্দ বিহরে,
নাহি রোগ, নাহি শোক, নাহি দুঃখ-ভয় ॥ ৬৭ ॥

নন্দনের গিরি-চূড়া অভ্র-লিহা,
নন্দনের কানন লক্ষ্মীর বাস,' বল' তারে ইহা।
'নন্দনের বায়
লাগে যদি গায়,
রসাতল-মগ্ন হ'বে বিলাসের স্পৃহা ॥' ৬৮ ॥

যৌবরাজ্যে করি' তা'রে অভিষেক,
শান্তি-ধামে যা'ব আমি, হইয়াছে বাসনা-উদ্রেক।
হেন বুঝাইয়া
আন' ফিরাইয়া,
সংসার-বন্ধন-সেতু তুমি শুধু এক ॥ ৬৯ ॥

এই পত্র সঁপিবে তাহার হাতে ;
বলিবার যা' আমার, বলিলাম সমস্ত ইহাতে।
যাও হে তুরিতে ;
বিলাস-পুরীতে
দিবা হয় রজনীতে, নিশা হয় প্রাতে ॥" ৭০ ॥

সখ্য বলে "পাইলে আদেশ-বাণী,
মুহূর্ত্ত-কালের তরে বিলম্বিতে কভু নাহি জানি।
দিব্য এ সময়;—
আজ্ঞা যদি হয়,
কবিরে বিলাস-পুর দেখাইয়া আনি॥" ৭১॥

নৃপ কহে "উত্তম; সরস লোক
দেখুন সরস দৃশ্য, ক্রমে-ক্রমে খুলি' যা'বে চোক।
ত্রিজগতে নাই
হেন কোন ঠাঁই,
মনোরাজ্যে নাহি যা'র ভাবের আলোক॥ ৭২।

কবি তুমি, তোমারে বারণ নাই—
বেড়াও যেখানে হয় অভিরুচি, তোমারি এ ঠাঁই!
ওহে চিত্ররথ,
শীঘ্র আনো রথ,
কবিবরে কিছু আমি দেখাই শুনাই॥ ৭৩॥

তা'র পরে যা'বেন সখ্যের সনে।"
চিত্র-রথ আনিল পুষ্পক-রথ সাজায়ে যতনে।
নৃপের পশ্চাতে
আরোহিয়া তা'তে,
চলিল সভাস্থ-সবে প্রফুল্ল-বদনে॥ ৭৪॥

হেতায় সরিৎ-সিন্ধু, হোতা গিরি,
হেতা তৃণ-ময়-ভুমি, চৌদিকে বনান্ত আছে ঘিরি'।
মধ্যে এক হর্ম্ম্য
বিরাজে সুরম্য,
দেব-রথ তথায় পশিল ধীরি ধীরি ॥ ৭৫ ॥

শোভা-নামে নৃপ-কন্যা এই ঠাই
নিবসেন সজনী-জনের সনে ; ভাসেন সদাই
রূপের তরঙ্গে ;
এবে সখি-সঙ্গে
গিয়াছেন বন ভূমে, অদর্শন তাই ॥ ৭৬ ॥

চিত্র-লেখা নামে এক সহচরী
রথ-শব্দে চমকিয়া, নামি'-এ'ল কার্য্য পরিহরি' ;
গমনে মন্থরা,
তবু করি' ত্বরা,
দ্বার-পাশে দাঁড়াইল কর-জোড় করি' ॥ ৭৭ ॥

"পবিত্র হইল ঘর" এত বলি',
গৃহ-মধ্যে পথ দেখাইল ধনী, খেলিয়া বিজলি
বলয়-কঙ্কনে ;
আলেখ্য-ভবনে
লয়ে গেল তার পর পাছু পাছু চলি' ॥ ৭৮ ॥

চিত্র এক, নিরখিল চিত্র-লেখা,
পথে পড়ি' যাইতেছে গড়াগড়ি—যেই-মাত্র দেখা
অমনি যতনে
(কি যেন রতনে)
তুলি'-রাখে ; শোভা-কাছে বিদ্যা তা'র শেখা ॥৭৯॥

চিত্র-পট তুলি'-রাখি' ধীরে ধীরে,
নৃপের আজ্ঞায় ধনী সম্ভাষিয়া কহিল কবিরে,
"দেখ' এ'স ছবি।"
হেরি' কহে কবি
"বন্দি হ'লে পুরে আশ এ তব মন্দিরে ॥" ৮০ ।

চিত্র বলে "সম্মুখে যে চিত্র-খানি,
বিরাজিছে অমল কমল-বনে দেবী বীণা-পাণি।
যুবতী নবীনা
বাজাইছে বীণা,
মনোময় স্বর্গ-হ'তে ভাব-সুধা আনি' ॥ ৮১ ॥

গড়ায় সরসী, দিগন্ত পরশি' ;
তক্ তক্ করিছে অরুণ-আভা তদুপরি খসি' ;
হংস-হংসী তায়,
ভাসি' গায়-গায়,
পদ্ম-বনে ভিড়িছে মৃণাল অভিলষি' ॥ ৮২ ॥

হের' এই, সভার সমক্ষে সতী
মুদিয়া সজল আঁখি, প্রাণত্যাগে নিবেশিছে মতি।
কালা অভিমান
রোষে কম্পমান,
আর কি কোমল প্রাণ তিষ্ঠে একরতি! ৮৩ ॥

হের' এই, কতগুলা শুম্ভ দূত
বলিতেছে পরস্পর 'কুল-নারী একি অদভুত!'
চণ্ডিকা-তরুণী
হাসিতেছে শুনি';
গর্জ্জিছে কেশরী যেন প্রলয়-জীমূত ॥ ৮৪ ॥

হের' এই খেলিতেছে তপোবনে
কুশ-লব; জানকী দেখিছে বসি' পূজার আসনে;
এ আঁখি-কমল
বরষিছে জল,
এ আঁখি মুছিছে বামা বল্কল-বসনে ॥ ৮৫ ॥

হের' এই, নিরখিয়া হারা-ধন
যশোদা ধাইয়া-আসি' চুম্বিতেছে কৃষ্ণের বদন।
শিশু ক্রোড় তরে
আঁকু-বাঁকু করে;
বাৎসল্যে মুদিত-প্রায় রাণীর নয়ন ॥ ৮৬ ॥

হের' এই, অর্জ্জুন, নির্ভয়-হিয়া,
রথধ্বজে বাঁধিছে বিরাট্-সুতে বিরক্ত হইয়া ;
বালক বেচারা
ভয়ে জ্ঞান-হারা,
বীরের বদন-পানে আছয়ে চাহিয়া ॥ ৮৭ ॥

হের' এই, প্রফুল্ল রজনী-মুখে
উর্ব্বশী নাহিছে সরে, অর্জ্জুনের সঙসর্গ-ভুখে।
বিরহ-বিধুর
মুরতি মধুর,
হয়েছে মধুর-তর মনোরথ-সুখে ॥ ৮৮ ॥

হের' এই দিব্য তপোবন-দ্বারে,
সিংহেরে বলিছে শকুন্তলা-শিশু মুখ-মেলিবারে।
শকুন্তলা তায়
ভয়ে মৃত-প্রায়,
কাঁপিতেছে দাঁড়াইয়া, ফুকারিতে নারে ॥” ৮৯ ।

এইরূপ কত দেখাইল দৃশ্য,
সংখ্যা নাই তাহার, নূতন যেন আরেকটি বিশ্ব।
বীর বিশ্ব-জয়ী,
মাতা স্নেহ-ময়ী,
সুন্দরী যুবতী যা'র নাহিক সাদৃশ্য ॥ ৯০ ॥

হেন-কালে এমনি মধুর গীত
পশিল কবির কানে, কবিবর অমনি মোহিত।
"কে গায়" বলিয়া,
চায় উতলিয়া,
"আহা আহা আহা" বলি' চেতন রহিত ॥ ৯১ ॥

গাইতেছে ভগিনী চিত্র-লেখার,
গান্ধর্ব্বী যাহার নাম, পর নহে কবি এ-দোঁহার।
চিত্র কহে "কবি,
অই—গান্ধরবী
গাইছে ; শুনিবে যদি, খুল' এই দ্বার ॥" ৯২ ॥

দ্বার খুলি' দেখে কবি বন-ভূমে,
মধুময় জ্যোৎস্নায় জল-স্থল মগ্ন যেন ঘুমে।
চৌদিকে বিপিন,
শ্যামল নবীন,
মধ্যে তৃণ-ময়-ভূমি, খচিত কুসুমে ॥ ৯৩ ॥

ছুটিছে ফোয়ারা, হর্ষে মাতোয়ারা,
শূন্যে চড়ি'-উঠিয়া ধরিতে-যায় গগনের তারা।
না পেয়ে নাগাল,
ছাড়ি' দিয়া হাল,
মনোদুঃখে অধোমুখে কাঁদি' হয় সারা ॥ ৯৪ ॥

চারি-দিকে হইয়াছে জলাশয় ;
অল্প নহে পরিসর, সরোবর বলিলেও হয়।
প্রবল-হিল্লোলে
পড়ি' তা'র কোলে,
ঝর্ঝর শবদে জল বেগে উথলয় ॥ ৯৫ ॥

কুমুদিনী-সদনে পড়িয়া খসি',
তল্ তল্ থল্ থল্ করিতেছে প্রতিবিম্ব-শশী।
এই ফোয়ারার
ঘিরি' চারি ধার,
বসিয়া- আছয়ে সব নন্দন-রূপসী ॥ ৯৬ ॥

কাঁপিতেছে বনান্তের ডাল-পালা,
দেখা-যায় অদূরে ; যেমন স্থান তেমনি নিরালা।
শোভা এই ঠাঁই
আছেন সদাই ;
কখনো সজনী-সনে, কখনো একালা ॥ ৯৭ ॥

লজ্জা-সজ্জা এ দুই সখীর সনে,
বসিয়া-আছেন এবে রমণীয় পঙ্কজ-আসনে।
অরুণ-বরণ
যুগল-চরণ
জাগায় পঙ্কজ-বন চারু পরশনে ॥ ৯৮ ॥

মুখ দেখি' মূক হ'ল দিক্‌বধূ—
অনিমেষ হইল তারকা-আঁখি! কুমুদের বঁধু
না নড়ে না চড়ে—
পলক না পড়ে!
...য়-মারুতচ্ছলে নিশ্বাসিল মধু ॥ ৯৯ ॥

...ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী সনে,
...র্ব্বী গাইছে তায় অনুপম রস-বরিষণে।
নন্দন-রূপসী
শুনে সবে বসি',
গীত-রাগে বীত-রাগ বসন-ভূষণে ॥ ১০০ ॥

যতগুলি হরিণ আছিল জাগি',
...একে আসিয়া যুটিল তথি, কানন তেয়াগি'।
নেত্র-কিসলয়
স্থির করি' রয়,
নিদ্রা-তন্দ্রা পাসরিয়া স্বর-সুধা-লাগি ॥ ১০১ ॥

সভাসদ্-সহিতে নন্দন-স্বামী
দেখা-দিল যখন রমণী-গণে, বন-স্থলে নামি' ;
মগ্ন ছিল সবে
সঙ্গীত-আসবে,
কুহক ছুটিয়া-গেল গীত গেল থামি' ॥ ১০২ ॥

গীত-ভঙ্গে কুরঙ্গ পলায় ছুটি',
কোকিলের কুহু-কুহু অমনি উঠিল আর ফুটি'।
লজ্জা-সজ্জা সখী,
ভূপেরে নিরখি',
চেয়াইয়া সজনীরে দাঁড়াইল উঠি'॥

শোভা উঠি'-দাঁড়ায় প্রফুল্ল-মনে,
স্নেহ-ভরে বলিল তাহারে ভূপ কবির সামনে,
"এঁরে তুমি চেন'?"
শোভা বলে "হেন
মনে লয়, খেলিতেন কল্পনার সনে॥" ১

নৃপ বলে "লইয়া বেড়াও তুমি
কবিবরে সঙ্গে করি', বন যথা আছয়ে কুসুমি',
গিরি যথা উচ্চ
ধরা করে তুচ্ছ,
সরিৎ ত্বরিত বহে তট চুমি' চুমি'॥" ১০

এত বলি' নৃপতি ললিত ছাঁদে,
মৃদু-হাস্য-সীধুময় করিল শোভার মুখ-চাঁদে।
বলি'-উঠে কবি
"ওই না অটবী
মায়া-মা'র! তাই বলি—প্রাণ কেন কাঁদে! ১০৬॥

শান্যাস !

আমুখের বাণী, করিতাম এ

মনোকর্ণে তাহা !

রাত্রি-দিন, আহা,

এই ঠাঁই ছিল মোর সাধের আবাস ! ১০৮ ॥

না হেরিয়া সে আমার জননীরে,

না হেতা-হ'তে, অচল যদিও পড়ে শিরে !

নিরখিয়া মায়

হইব বিদায় ;"

শোভা বলে "মা আছেন গহন-মন্দিরে ॥ ১০৯ ॥

আইস লইয়া-যাই সাথে করি',

মায়ের সে নিকেতনে ; আয় তোরা দুই সহচরী !"

এত বলি' বালা,

পশে বন-শালা ;

কি সৌরভ, কিবা ছায়া, কিবা বিভাবরী ! ১১০ ॥

ক্ষণের দ্বার

বাহির হয়েছে কিবা ঋতুকুল

লতিকার গাঁটে গাঁটে ফুটাইছে ফুল

অঙ্গে ঘেরি'-পরাইছে পল্লব-দুকূল ॥

কি জানি কিসের লাগি হইয়া উদাস

ঘরের বাহির হ'ল মলয়-বাতাস ॥

ভয়ে ভয়ে পদার্পয়ে, তবু পথ ভুল্যে

গন্ধ-মদে ঢলি'-পড়ে এফুলে ওফুলে ॥

মনের আনন্দ আর না পারি' রাখিতে।

কুহরিছে দেখ পিক রসাল-শাখিতে ॥

কুহু কুহু কুহু কুহু কুঞ্জে কুঞ্জে ফিরে।

ক্রমে মিলাইয়া-যায় কানন-গভীরে ॥" ১১৪ ॥

শোভা কহে "সুখরাজ্য এই মোর!

ধীরি ধীরি বনে ফিরি, শশী-যবে লোভায় চকোর।

হেলি' বট-মূলে
বসি নদীকূলে,
উদয়-শিখরে উঠি' নিশি করি ভোর ॥ ১১৫ ॥

সরোবরে অই যে কমল-বন,
হোতা যা'ব একাকিনী, উষা যবে মেলিবে নয়ন।
আরো রাত্রি হ'লে,
কুমুদের কোলে
জ্যোছনা বিছানা পাতি' করিব শয়ন॥" ১১৬ ॥

সজ্জা বলে "দখিনে-বাতাস পেয়ে
ফুল ফুটিয়াছে দেখ! এত দিন ছিল পথ-চেয়ে—
কবে পিকবর
আনে সু-খবর;
আজি লো নিকুঞ্জ-বন ফেলিয়াছে ছেয়ে! ১১৭ ॥

লজ্জা বলে "হৃদয়ে পাইয়া পথ,
ফুলে ভুলাইতে, অলি, কত দেখ করিছে শপথ।
ফুলের মঞ্জরী
মুখ হেঁট করি',
সউরভ নিশ্বাসিয়া কহে মনোরথ॥" ১১৮ ॥

সজ্জা বলে "ও তোর বচন শুনি'
কথা এক মনে প'ল; ভ্রমিতেছি দু-জন তরুণী

সখী আর আমি ;
অমনি লো থামি'
দাঁড়াইনু ! নিরখিনু দেব-তুল্য মুনি ! ১১৯ ॥

বসি'-আছে নয়ন মুদিত করি' !
যাইতেও নারি, ফিরিতেও নারি, তরাসেই মরি !
মুনির নন্দন
আইল তখন,
বলিল 'আশ্রমে এ'স শঙ্কা পরিহরি' ॥' ১২০ ॥

তা'র সনে হ'ল যেই চোখোচখী,
সেই যে রহিল মুখ হেঁট করি' আমাদের সখী,
একবারটি লো
মুখ না তুলিল !
মরমে পশিল বাণ নয়নে নিরখি' !" ১২১ ॥

লজ্জা বলে "কি হ'ল তাহার পরে ?"
সজ্জা বলে "মুনিপত্নী আমা-দোঁহে সে দিনের তরে
যতন করিয়া
রাখিল ধরিয়া ;
প্রত্যুষে বিদায় মাগি' আইলাম ঘরে ॥ ১২২ ॥

সত্য সেই তপস্বী মুনির নাম ;
শ্রদ্ধা নাম ধরে ঠাকুরাণী সতী, দোঁহারে প্রণাম।

তাপস-নন্দন
তপস্যারি ধন !
যেমন সোনার তনু তেমনি সুঠাম ! ১২৩ ॥

নাম তা'র কল্যাণ, গুণের নিধি !
তা'রি ধ্যান হইয়াছে সজনীর প্রাণ-প্রতিনিধি।
তেঁই দিবা-নিশি,
ভ্রমে দিশি দিশি ;
শয়নে নয়ন-কোণে উথলে বারিধি ॥" ১২৪ ॥

লজ্জা বলিল "হ'বে
কি লো তবে !
কতদিন পরাণ র'বে,
অমন করি'।
হইয়ে জল-হীন
যথা মীন
থাকিবে ওলো কত দিন
মরমে মরি' ! ॥

হৃদয়ে খিল আঁটি',
একলা-টি,
বরণ করিবে কি মাটি,
মাটিতে শুয়ে !

বেদনা-সহচরী
হৃদে করি',
পোহা'বে কি লো বিভাবরী
কঠিন ভুঁয়ে!" ॥ ১২৫ ॥

দু-সখী, এই রূপে, চুপে চুপে, কহিল কত।
শোভা, কবির সনে, আলাপনে, হইল রত ॥
কখন চড়ে গিরি, ধীরি ধীরি; কখনো সবে
নদীর ধারে ধারে, পদ চারে, নবোৎসবে ॥ ১২৬ ॥

কখনো বনে পশি', দেখে শশী, গাছের ফাঁকে।
কখনো হেরে দিক্; কোথা পিক না জানি ডাকে ॥
উপরে শাখা ঝুলে, পদ-মূলে বিছান' ঘাস।
শোভা বলিল "এই কাননেই মায়ের বাস ॥ ১২৭ ॥

হেরিলে তোমা-মুখ, কত সুখ মিলিবে তাঁর!
বলেন তোমা হীনা 'কবি বিনা ঘর আঁধার।'
এ সেই মায়াটবী, নাহি কবি, জন মানব।"
পশিল, এত বলি', বনস্থলী; নীরব সব ॥ ১২৮ ॥

যথায় মহাবট, শিরে জট, অতি নিবিড়,
পালিছে চুপে-চাপে, খোপে-খাপে, অযুত নীড়।
নমনা নামি' নামি', ঊর্দ্ধগামী হইয়া উঠি'
বহে বিপুল ভার; অন্ধকার ধরে ভ্রুকুটি ॥ ১২৯ ॥

যে দিকে আঁখি যায়, ছায়ে ছায়, সকল ঠাঁই ;
ঝাঁ ঝাঁ করিছে নিশি, দিশি দিশি, বিরাম নাই।
এমনি নব নব, সউরভ, আসিতে থাকে,
পরাণ উনমাদি', উঠে কাঁদি', তাহার পাকে ॥ ১৩০ ॥

নিকটে, ঝর ঝর, ঝর ঝর, ঝরণা ঝরে।
পাদপ, মর মর, মর মর, শবদ করে ॥
কি জানি, কোথা-হ'তে, বায়ু-পথে, আসিছে গীত ;
বীণার ঝঙ্কার, হয়-আর, বেণু-সহিত ॥ ১৩১ ॥

কোথাও নাই কিছু, আগু পিছু সঙ্গীত চরে ;
শরীর লোমাঞ্চিত, কথঞ্চিৎ বচন সরে !
সুখে হইয়া দ্রব, যাত্রি-সব, আর না সয়্যে,
তৃণ-বিছান' ভুঁয়ে, পড়ে শুয়্যে, অবশ হয়্যে ॥ ১৩২ ॥

যেমন শুয়্যে পড়া, নড়া চড়া হইল ক্ষান্ত ;
করিল, ঘুম ঘোর, রসে ভোর, নয়ন প্রান্ত।
হাসে যেমন উষা, অকলুষা, পঙ্কজ-বনে,
নারী-মূরতি এক, হাসিলেক, নিদ্রিত জনে ॥ ১৩৩ ॥

যেন অরুণ-আলো, প্রবেশিল, পঙ্কজ-পুটে,
যতেক যাত্রি-লোক, মেলি' চোক, জাগিয়া উঠে।
পুলকে নিমগণ, যাত্রি-গণ, যা'রে নিরখি',
সাত্ত্বিকা নাম তা'র, মায়া-যা'র প্রধানা সখী ॥ ১৩৪ ॥

নয়ন মেলি' পাখী, উঠে ডাকি', আলোক-ভুখে
ভ্রমর গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া বিচরে সুখে ;
যে দিকে আঁখি যায়, উগরায় শ্যামল শোভা ;
ছাদ খিলান থাম, সব শ্যাম, নয়ন-লোভা ॥ ১৩

সুধা বচনে ভাষি', বলে হাসি', মায়ার সখী ;
"কত দিনের পরে, কবিবরে, হেতা নিরখি !
এ'স মায়ের ঠাঁই, লয়্যে-যাই, জুড়া'বে প্রাণ ;
তুমি এস্যেছ যবে, নব হ'বে, এ সব স্থান ॥ ১৩৮

ফুল ফুট্যেছে গাছে, চেয়্যে-আছে, তোমার
ঐ শুন' আগমনি-পিক-ধ্বনি নিকুঞ্জ-ঘরে ॥"
সাগর গরজায়, শুনা যায়, কিঞ্চিৎ আগে ;
অচল দেখা যায়, ভীম কায়, নিকট-বাগে ॥ ১৩

যেখানে জল-স্থল-মহাচল-শূন্য-পবন
করিয়া আছে সন্ধি, ফুল-গন্ধি বিরাজে বন।
সেই কানন-চ্ছায়ে মায়া-মায়ে হেরিল কবি ;
বিরাজে বনেশ্বরী আলো-করি, মায়া-অটবী ॥ ১৩

হেরিলে যাঁর মুখ, ঘুচে দুখ, মরণ-ভয়,
কবি নিরখে যেই, সুখে সেই, মগন হয়।
তাঁর সে দুটি পদ-কোকনদ-সুধার আশে
লুটায় ভূমি তলে, অশ্রুজলে নয়ন ভাষে ॥ ১৩৯ ॥